

৩। তৃতীয়ত ধর্ম ও ব্যবসায় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করায় এ ধরণের একমুখী শিক্ষা একটি ধর্মবাদী-ভোগবাদী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সৃষ্টি করবে যা থেকে কুপমণ্ডুক ও কুসংস্কারাবদ্ধ ভবিষ্যত সমাজ সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত করবে। এই ব্যবস্থা পরিবর্তিত হলে ছাত্রদের মধ্যে মুক্তবুদ্ধির চর্চা ব্যহত ও মুক্তচিন্তার বিকাশ বিঘ্নিত হবে।

৪। এই পশ্চাদগামী প্রস্তাব বিজ্ঞান, গণিত, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শিক্ষাকে সংকুচিত করবে। এই বিষয়গুলোর শিক্ষার মান নিম্নগামী হতে বাধ্য কারণ এগুলো সবাইকে বাধ্যতামূলকভাবে পড়াতে গিয়ে এর গুরুত্ব অনেকাংশে হ্রাস করা হয়েছে।

৫। কিছুদিন আগেই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিপুল অর্থ ব্যয়ে পাঠক্রমে ও পাঠ্যসূচীতে আধুনিকায়নের নামে তাৎপর্যময় পরিবর্তন আনা হয়েছে- যার ফলাফল এখনও ভালভাবে মূল্যায়নের সময় আসার আগেই আর একটি উল্লেখ্য আমাদের উপরে না তুলে নীচে ফেলে দেবে। বারবার ছাত্রছাত্রীদের গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়।

৬। বর্তমানে মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্যের হার মোটামুটি ৫০-৪০%, এই ব্যবস্থা পরিবর্তিত হলে পাশের হার আরও উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে। আমরা কি শিক্ষার মান এক দিকে হ্রাস করব, অন্যদিকে অনুত্তীর্ণের হার বৃদ্ধি করে একদিকে বেকারত্ব সৃষ্টি অন্যদিকে একটি অর্ধ শিক্ষিত জাতিতে নিজেদের পরিণত করতে চাই?

৭। স্কুল ভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি আপাত দৃষ্টিতে ভাল মনে হলেও, আমাদের আমাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার ও স্কুল পরিচালনা কমিটির কর্তৃত্ব কাদের ওপর রয়েছে সে দিকটি বিচিনায় আনলে এই ব্যবস্থা স্কুলে দুর্নীতির প্রসার ঘটবে এবং নিরীহ ও অসহায় শিক্ষকরা প্রভাবশালী মহলের শিকার হবেন, যে চাপ সহ্য করা এদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

৮। যে কারণগুলো সরকার এই ব্যবস্থা চালুর পক্ষে সরকার ব্যবহার করতে চান এর এটিও গ্রহণযোগ্য নয় এবং ধোপে টেকে না।

৯। যদি শিক্ষার একটি বিশেষ স্তর পর্যন্ত সবাইকে সব বিষয় পড়তে হবে - এই নীতি গ্রহণ করলে, বর্তমানে যা সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় নিম্ন মাধ্যমিক পর্যন্ত বিদ্যমান, সেই ব্যবস্থার মধ্যে প্রচলিত মাদ্রাসা সহ অন্য ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটিয়ে একটি মাত্র সমন্বিত একমুখী সেকুলার বিজ্ঞান মনক শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে আনয়ন করতে হবে। এটিই হবে সত্যিকার অর্থে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা।

১০। বর্তমান ব্যবস্থায় মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শেখানোর জন্য ঢাকা শহরে আঙ্গুল গোনা কয়েকটি স্কুল ব্যতীত বিজ্ঞান ল্যাবরেটরির নেই, এর ফলে শহর ও গ্রাম স্কুলের মধ্যে দূস্তর ব্যবধান গড়ে উঠেছে। বর্তমানে সকলকে বিজ্ঞান পড়াতে গিয়ে গ্রামের স্কুলগুলো অপারগ হবে, ফলে অনেক স্কুল বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এর ফলে স্কুলে স্কুলে, বিশেষ করে গ্রাম ও শহরের স্কুলের মধ্যে ব্যবধান আরও বাড়বে। শিক্ষা হয়ে পড়বে বড়লোকদের ছেলেমেয়েদের একচেটিয়া ব্যাপার।

১১। ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনে- ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্য আরবী, হিন্দু ছাত্রদের জন্য সংস্কৃত, এবং বৌদ্ধ ছাত্রদের জন্য পালি ভাষা অবশ্য শিখতে হবে। ধর্মের সাথে ভাষার সম্পর্ক কি? ধন্যবাদ যে কর্তরা খ্রীস্টান ছাত্রদের ল্যাটিন পড়া বাধ্যতামূলক করা হয় নি। কি অবিম্ব্যকারী চিন্তাধারা। উল্লিখিত চারটি ধর্মের বাইরে অন্য ধর্মাবলম্বী ছাত্রছাত্রীরা কোন ধর্ম বাধ্যতামূলক ও কোন ভাষা শিখবে।

১২। ধর্মভিত্তিক মাদ্রাসা ও চতুষ্পাটি-টোল শিক্ষা ব্যবস্থা ও তথাকথিত ইংরেজী ভাষা ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাধারণ সেকুলার শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে আত্মীকরণ (assimilation) করার ব্যবস্থা না করে মাধ্যমিক স্তরে অভিন্ন শিক্ষা চালুর প্রস্তাব একটি চাতুর্যপূর্ণ প্রতারণা। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে মোটামুটি অবিকৃত রেখে সাধারণ শিক্ষার সেকুলার চরিত্রকে হত্যা করে এর মধ্যে ধর্মবাদী বোঁক সৃষ্টি